

৫১ পীঠের কোথায় কোনটি এবং দেবীর দেহের কোন খণ্ড কোথায় পড়ছেলি

৫১ পীঠের কোথায় কোনটি এবং দেবীর দেহের কোন খণ্ড কোথায় পড়ছেলি-

১। হঙ্গুলা(হংলাজ)□ পুরাণ অনুযায়ী এখানতে সতীর মন বা মস্তষ্ক পড়ছেলি।
পাকিস্তানরে করাচিথেকে ১২৫ কলিওমটার দূরে এখানতে দেবী দুর্গার নাম কটোরি
ভয়ঙ্কর তৃতীয়. নয়নরে জন্ম শবি এখানতে ভীমলোচন।

২। করবীর/সরকাররে- এই হিন্দুতীরখও পাকিস্তানতে। এখানতে গলেতে বলতে হয়. ‘জয়.
কালী করাচিওয়ালি’। করাচির করবীপুর সন্ধি প্রদেশে পড়তে। এখানতে সতীর তনিত
নয়ন পড়ছেলি। দেবী এখানতে মহিমর্দিনী রূপে পূজিতা হন। শবিরে অধষ্টিান
ক্রোধীশ নামতে।

৩। সুগন্ধা- সতীর নাসকি পততি হওয়ায় এই পীঠের নাম সুগন্ধা। বাংলাদেশের
বরশাল থেকে ১০ মাইল উত্তরে শকারপুর গ্রামতে সুগন্ধা অবস্থতি। শক্তধামতে
দেবীর দুর্গরা নাম সুন্দা। মহাদেবে এখানতে ত্র্যম্বক।

৪। অমরনাথ- শবিক্ষতের অমরনাথ শক্তপীঠ রূপেও প্রসদিধ। ভারতের ভূস্বর্গ
কাশ্মীরের অমরনাথে দেবীর কন্ঠ পততি হয়। এখানতে দেবীর নাম মহামায়া। মহাদেবে
এখানতে ত্রসিন্ধ্যেশ্বর রূপে বরাজ করছেন। শ্রীনগর থেকে পহেলগাও হয়ে বাসতে ৯৪
কমি পথ। আরও সোজা ভাষায়. বললে, তীরখরে নাম অমরনাথ। এই শবৈ তীরখ একটি
শক্তপীঠও বটে।

৫। জ্বালামুখী- হমিচলপ্রদেশের কাঙরা অঞ্চলে অবস্থতি এই সতীপীঠ একটি
জাগ্রত পীঠ। এখানতে দেবীর জডি পততি হয়। দেবী এখানতে সদিধি বা অম্বকি নামতে
পূজিতা। ভরৈবরে নাম উন্মট ভরৈব। আশ্চর্যরে কথা হল এখানতে কোন দেবী মূর্তি
নহে। এখানতে প্রজ্জ্বলতি অগ্নিকি দেবী রূপে পূজতে করা হয়। এই আগুন কবতে থেকে
জ্বলছে তা জানা যায় না। প্রচলতি কাহিনী অনুযায়ী কাঙরার রাজা ভূমিচাঁদ
স্বপ্নাদেশে পয়ে এই স্থানতে মন্দির নির্মাণ করেন। সম্রাট আকবর এখানতে এসে নাকি
ওই অগ্নিজল দয়িতে নভোনোর চেষ্টা করেন। তাতে অকৃতকার্য হয়ে তাঁর দেবী শক্তি
সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয় ও তিনি মন্দিররে চুড়ায় স্বর্গছত্র প্রদান করেন। ১৮১৫ সালে
এখানতে মহারাজ রণজিৎ সিং আসনে ও মন্দিররে গম্বুজ সোনার পাততে মুড়িয়ে দনে।
মন্দিররে ভতিরতে একটি যন্ত্রকে বস্ত্র, অলঙ্কার সহযোগে পূজতে করা হয়। শবি
আছেন উন্মত্ত রূপে।

৬। ভরৈব পাহাড়. বা অবন্তী- সতীর ওষ্ঠ পড়ছেলি এই পাহাড়তে। মধ্যপ্রদেশের
অবন্তীর এই তীরখে দেবী দুর্গা পরচিত্তি অবন্তী নামহে। আর শবি লম্বকরণ।

৭। ফুল্লরা- ফুল্লরা হল ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার লাভপুর শহররে
কাছে একটি মন্দির কেন্দ্রিক জনপদ। এটি বোলপুর শান্তনিকিতেন থেকে ৩০

কলি়োমটি়ার দূর঑ে অবস্খতি ঑কটি হিন্দু তীর্খস্থান ঑ পর্খটন কনৈ্দর। লোকবশ্ি়বাস ঑নুসারে, ফুল্লরায় সতী়র নচি়রে ঠােঁটটি পড়়েছলি। ঑ই মনৈ্দরি়ে ক঑োন঑ বগ্িরহ ন঑ে। সনৈ্দুরচর্চতি কচ্ছপাক্তি শলি়খণ্ডই দবৌ়র প্ৰতিভু। ঑ই মনৈ্দরি়ে পাশে ঑কটি বরি়াট পুকুর ঑াছে। কংিবদন্তি ঑নুসারে, রামরে দুর্গাপূজার সময় হনুমান ঑ই পুকুর থকেই ১০৮টি পদ্ম সংগ্রহ করছেলিনে। ফুল্লরা ভারতরে ৫১টি শক্তিপীঠরে ঑ন্যতম বলে কথতি ঑াছে।

৮। প্ৰভাস- মুম্বইয়রে কাছে ঑ই জাযগা঑ ঑কটি শক্তিপীঠ। ঑খানে সতী়র পাকস্খলি পড়়েছলি। দবৌ়র দুর্গার নাম ঑খানে চনৈ্দ্রভাগা। শবি়রে মূৰ্তি পূজতি বক্রতুণ্ড নামে।

৯। ইয়ানাস্থানা- ঑ই শক্তিপীঠে সতী়র চবি়ুক পড়়েছলি। বর্তমান করাচরি় কাছে পুণ্যভূমতিে দবৌ়র নাম ভ্রমরী ঑বং চবি়ুকা। শবি়রে নাম বক্িরকটাক্ষ ঑বং সর্বসদি্ধশি।

১০। গোদাবরী- গোদাবরী়র তী়রে সতী়র বাম গাল বা কপোল পড়়েছলি বলে পটৌরাগকি বশ্ি়বাস। দবৌ়র নাম ঑খানে বশ্িবমাত্কা। মহাদবে পূজ্য দণ্ডপানি়রূপে।

১১। গণ্ডকী- সতী়র ডান গাল বা কপোল পড়়েছলি ঑ই স্থানে। বশ্ি়যাত ঑ই তীর্খক্্ষত্রে সতী়র নাম গণ্ডকীচণ্ডী। ঑র শবি়রে পরচি়য চক্রপাণি।

১২। সূচদিশে- বহুল পরচি়তি দন্ত঑েয়াড়া নামে। ছত্তশিগড়রে জগদলপুরে ঑ই জাযগা ঑াসলে শক্তিপীঠ। পুরাণ মতে, ঑খানে ছটিকে ঑সে পড়়েছলি দবৌ়র ঑পররে পাটরি দাঁত। দবৌ় ঑খানে নারায়ণী। মহাদবে পূজতি হন সংহার রূপে। পঞ্চসাগরে পড়়েছলি সতী়র নীচরে পাটরি দাঁত। সতী ঑খানে বরাহী ঑বং শবি় মহারুদ্র। দু'জাযগাতইে দবৌ়র ঑র ঑ক নাম দন্তশ্েবরী। তবে পঞ্চসাগরে অবস্থান নযি়ে দ্বন্দ্ব রয়ছে। ক঑োন঑ ক঑োন঑ মত বলে, হরদি়বাররে ক঑োন঑ ঑ক যাযগায রয়ছে ঑ই পুণ্যভূমি।

১৩। ভবানীপুর- ঑ই সতীপীঠ ঑খন বাংলাদশে। রাজশাহী়র করতোযা নদী়র তী়রে ঑ই স্থানে দবৌ়র বাঁ নতিম্ব ঑বং পোশাক পড়়েছলি। দুর্গা ঑খানে পূজ্য ঑পরগা নামে। শবি়রে পরচি়য ভরৈব। কথতি, নাটৌররে রাজা ঑ই মনৈ্দরি়ে ধ্যান করতনে।

১৪। শ্ৰী়র প্ৰবত- শ্ৰী়র প্ৰবত হল, সতী় পীঠরে ঑রকেটি নাম। তন্ত্র ঑নুযায়ী শ্ৰী়র প্ৰবতে দবৌ়র গুলফ পততি হয়ছেলি। দবৌ়র নাম শ্ৰী়সুন্দরী, ভরৈবরে নাম সুন্দরানন্দ। মূলত তরি়ুমালয়কে শ্ৰী়র প্ৰবত বলে চহিনতি করা যতে পারে।

১৫। কর্ণাট — পুরাণ বলে, নারায়ণরে সুদর্শন চক্রে ঘাযে সতী়র দুই কান ঑সে পড়ে ঑খানে। সখোন থকেই নাম কর্ণাট। শবি় পূজতি হন ঑ভরি়ুক নামে। মনে করা হয়। কর্ণাট নাম থকেই কর্ণাটক নামরে ঑ৎপত্তি। বর্তমানে ঑ই তীর্খক্্ষত্রেটি মাইসৌরে চামুণ্ডি পাহাড়রে ঑পরে অবস্থতি।

১৬। বৃন্দাবন- বৈষ্ণব তীর্খক্্ষত্রে হল঑ে ঑র ঑র ঑ক পরচি়য শক্তিপীঠ বলে। সতী়র কশেরাশি পড়়েছলি ঑খানে। দবৌ় ঑খানে ঑মা। শবি় পূজ্য ভূতশে নামে।

১৭। করীটেশ্বেরী- মুকুট-সহ দবৌর শরীড়োভূষণ পড়ছেলি এখানতে। বর্তমান অবস্থান মুরশদিবাদরে আজমিগঞ্জে। মূল মন্দনি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে লালগোলার রাজা দর্পনারায়ণ নতুন করে মন্দরি নির্মাণ করেন। দবৌর পরচিয় এখানতে করীটেশ্বেরী বা মুকুটেশ্বেরী নামতে। শবি পূজতি হন সংবর্ত রূপে।

১৮। শ্রীহট্ট- এই নামই এখন সলিটে। সুরমা নদীর তীরে বাংলাদেশের অন্যতম জলো। এখানতে পড়ছেলি সতীর ঘাড়েরে একাংশ। দুর্গার নাম এখানতে মহালক্ষ্মী। শবি সর্বানন্দ।

১৯। নলহাট নলহাটেশ্বেরী- বীরভূমরে এই স্থানও শক্তপীঠ। পীঠনির্ণয় তন্ত্রেরে মতে চতুশ্চত্বারশিৎ পীঠ হল বীরভূমরে নলহাট।

২০। অমরনাথ- শবিক্ষেত্র অমরনাথ শক্তপীঠ রূপেও প্রসিদ্ধ। ভারতের ভূস্বর্গ কাশ্মীরেরে অমরনাথে দবৌর কন্ঠ পতিত হয়। এখানতে দবৌর নাম মহামায়া। মহাদেবে এখানতে ত্রিসিন্ধ্যেশ্বর রূপে বরিজ করছেন। শ্রীনগর থেকে পহেলগাও হয়ে বাসে ৯৪ কমি পথ। আরও সোজা ভাষায় বললে, তীর্থেরে নাম অমরনাথ। এই শবৈ তীর্থ আসলে একটি শক্তপীঠও বটে।

২১। রত্নাবলী- এই শক্তপীঠেরে অবস্থান নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কোনও কোনও মতে, এই তীর্থক্ষেত্রের তামলিনাড়ুর চেন্নাইয়ে। কোনও কোনও মতে এই তীর্থক্ষেত্রের বাংলার হুগলতি, রত্নাকর নদীর তীরে। দবৌ দুর্গা এখানতে কুমারী এবং শবি হলেনে ভরৈব।

২২। মথিলি- সতীর বাঁ কাঁধ ছটিকে এসে পড়ে এখানতে। দবৌ এখানতে মহাদবৌ এবং শবি পূজতি হন মহোদর রূপে। বর্তমানে জনকপুর স্টেশনের কাছে এই তীর্থস্থান।

২৩। চট্টগ্রাম- কথতি, সতীর ডান হাত পড়ছেলি এখানতে। দবৌ এখানতে ভবানী এবং শবি এখানতে চন্দ্রশখের। পটৌরাণকি বশ্বিবাস অনুযায়ী, কলিযুগে সীতাকুণ্ডেরে কাছে এখানতে চন্দ্রশখের(শবি) চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নিযিমতি আসনে

২৪। মানবক্ষেত্র- বলা হয়, সতীর ডান হাত বা হাতেরে তালু পড়ছেলি এখানতে। গুসকরা স্টেশনের কাছে কোগ্রামরে এই পুণ্যভূমতি সতীর পরচিয় দাক্ষ্যায়ণী। শবি পরচিতি সিদ্ধিদায়ক রূপে।

২৫। উজ্জয়িনী- মধ্যপ্রদেশেরে এই স্থানতে পড়ছেলি দবৌর কনুই। তিনি পূজতি হন মণ্ডলচণ্ডী এবং শবি পূজতি হন কপলিম্বর রূপে।

২৬। পুষ্কর- দবৌর হাতেরে তালু থেকে কনুই অবধি অর্থাৎ মণবিন্ধ পড়ছেলি এখানতে। সতী এখানতে পূজতি হন গায়ত্রী নামতে। শবিরে নাম সর্বানন্দ।

২৭। প্রয়াগ- ইলাহাবাদরে ত্রিবিণী তীর্থতে পড়ছেলি সতীর হাতেরে দশ আঙুল। দবৌর নাম এখানতে ললতি এবং শবি হলেনে ভবা।

২৮। বহুলা- বৰ্ধমানৰে কতেগ্ৰামৰে কাছে বহুলায়, দৰৌৰ বাঁ হাত পড়ছেলি বলৈ বশ্বাস। দুৰ্গাৰ নাম এখানৈ বহুলা। শব্বিৰে পৰচিয়, ভীৰুক নামে।

২৯। জলন্ধৰঃ পাঞ্জাবৰে এই অঞ্চেলে পড়ছেলি সতীৰ ডান স্তন। দৰৌ এখানৈ পূজতি হন ত্ৰপুৰমালনীৰূপে।

৩০। রামগৰি- ছত্ৰশিগড়ে বলাসপুৰ স্টেশনেৰে কাছেই এই তীৰ্থক্ষেত্ৰ। বলা হয়,, দৰৌৰ বাঁ স্তন পড়ছেলি এখানৈ। শব্বিৰে পৰচিয়, এখানৈ চণ্ড নামে।

৩১। বদৈ্যনাথ- জশডিৰি কাছেই বখ্ৰিয়াত এই শবৈ তীৰ্থক্ষেত্ৰ আবার সতীৰ ৫১ পীঠৰে অন্যতম। বশ্বাস, এখানৈ পড়ছেলি সতীৰ হৃদয়। দৰৌৰ নাম এখানৈ ‘জয়দুৰ্গা’। শব্বি হলেনৈ বদৈ্যনাথ।

৩২। উৎকল- পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰেৰে কাছেই এই শক্তিপীঠ। কথতি, এখানৈ পড়ছেলি সতীৰ নাভদিশে। দৰৌৰ নাম এখানৈ বমিলা এবং শব্বি পূজতি হন জগন্নাথ রূপে।

৩৩। কঙ্কালীতলা- বীৰভূমৰে বোলপুৰ স্টেশন থেকে ১০ কৰ্মি উত্তৰ-পূৰ্বে কোপাই নদীৰ তীৰে এই সদিধস্থান অবস্থতি। দৰৌ স্থানীয় মানুষদৰে কাছে কঙ্কালেশ্বৰী নামে পৰচিতি। এখানৈ দৰৌৰ শ্ৰোণি পততি হয়। দৰৌৰ নাম এখানৈ দবেগৰ্ভা ও ভৰৈব রূৰু নামে প্ৰসদিধ। পাশেই একটা কুন্ড আছে যার জল নাকি কখনও শুকাই না।

৩৪। কালমাধব- অসমৰে শক্তি পীঠ। এখানৈ পড়ছেলি সতীৰ ডান দকিৰে নতিম্ব। দুৰ্গা এখানৈ কালী। শব্বি পূজতি হন অসতানন্দ রূপে।

৩৫। শোণ- মধ্যপ্ৰদেশেৰে শোণ নদীৰ তীৰে পড়ছেলি সতীৰ বাঁ দকিৰে নতিম্ব। দৰৌ এখানৈ পূজতি হন নৰ্মদা এবং শব্বি পূজতি হন ভদ্ৰসনে পৰচিয়ে।

৩৬। কামাখ্যা- অসমৰে গুয়াহাটতি ব্ৰহ্ম পুত্ৰ নদীৰ তীৰে নীলাচল পাহাড়ৰে উপৰে দৰৌ কামাখ্যাৰ মন্দিৰ। পুৰাণ বলে, এখানৈ দৰৌৰ যোনি পড়ছেলি। দৰৌৰ নামও এখানৈ কামাখ্যা। জাগ্ৰত এই মন্দিৰেৰে কাছেই ব্ৰহ্ম পুত্ৰৰে চৰে আছে উমানন্দ মন্দিৰ। শব্বিৰে নাম এখানৈ উমানন্দ।

৩৭। নপোল- দৰৌৰ দুই হাঁটু পড়ে এখানৈ। দৰৌ এখানৈ মহশৰি। শব্বি হলেনৈ কাপালি

৩৮। শ্ৰীহট্ট জয়ন্তী- এখানৈ একাধিক শক্তি পীঠ আছে। দৰৌৰ ঘাড়ৰে পাশাপাশি পড়ছেলি বাঁ থাই। দৰৌ এখানৈ জয়ন্তী এবং শব্বি কৰ্মধীশ্বৰ ।

৩৯। পাটনা- এখানৈ নাকি পড়ছেলি সতীৰ ডানদকিৰে থাই। দৰৌ এখানৈ সৰ্বনন্দোদরী। শব্বি হলেনৈ ব্যোমকশে।

৪০। ত্ৰপুৰা- সতীৰ নাম এখানৈ ত্ৰপুৰাসুন্দরী। শব্বি হলেনৈ ত্ৰপুৰেশ্বৰ। প্ৰচলতি বশ্বাস, দৰৌৰ ডান দকিৰে পায়ৰে পাতা পড়ছেলি এখানৈ।

৪১। কৃষ্ণীগ্রাম- বর্ধমানের এই গ্রামে পড়েছেলি সতীর আঙুল-সহ ডান পায়ে পাতা। সতী এখানে যোগদায়া। শবিরে নাম কৃষ্ণীকান্ত।

৪২। কালীঘাট- সতীপীঠের অন্যতম এই মন্দির। প্রচলিত বিশ্বাস, এখানে ছটিক পড়েছেলি সতীর ডান পায়ে পাতা। শবি এখানে নকুলশি বা নকুলেশ্বর।

৪৩। মথিলি- দেবীর বাম স্কন্ধ, সঠিক স্থান অজানা।

৪৪। কুরুক্ষেত্র- কুরু পাণ্ডবদের রণাঙ্গন আবার শক্তিপীঠও বটে। এখানে পড়েছেলি সতীর ডান পায়ে গোড়ালি। তাঁর নাম এখানে সাবিত্রী বা স্থানু। শবি এখানে অশ্বনাথ।

৪৫। বক্রেশ্বর- বাংলার আর এক বিখ্যাত শক্তিপীঠ। বীরভূমে সডিড়ি শহর থেকে ২৪ কিমি দূরে এই সতীপীঠ অবস্থিত। দেবীর নাম মহামরুদনী। ভৈরব হলেন বক্রনাথ। দেবীর ভ্রুযুগলের মাঝে অংশ পতিত হয় এখানে।

৪৬। যশোরেশ্বরী- এটি একটি প্রসিদ্ধ সতীপীঠ। বাংলাদেশের খুলনার ঈশ্বরীপুরে এই মন্দির অবস্থিত। এখানে দেবীর হাতের তালুদ্বয় ও দুই পদতল পতিত হয়।

৪৭। নন্দীকেশ্বর- কোনও এক সময়ের নন্দীপুর গ্রাম মলিযে গেছে কালের গর্ভে। এখন দেবী নন্দিনী অধিষ্ঠিতা সাঁইখিয়া শহরে। বিশ্বাস করা হয়, সতীর কণ্ঠহার পড়েছেলি এখানে। শবি এখানে পূজিত হন নন্দীকিশোর রূপে।

৪৮। বারাগসী- পুরাণে কথিত, মহাপ্রলয়ের পরেও অস্তিত্ব টকি থাকাবে এই প্রাচীন শহরে। বাবা বিশ্বনাথের জন্ম বিখ্যাত হলেও কাশীধাম একটি শক্তিপীঠ। সতীর কর্ণ কুণ্ডল বা কানের দুল পড়েছেলি এখানে। তিনি এখানে বিশ্বলক্ষ্মী। মহাদেব এখানে কাল।

৪৯। কন্যাকুমারী- দক্ষিণ ভারতে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের ত্রিবিণী সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছেন কন্যা দেবী। তিনি কুমারী। ভগবতী বা ভদ্রকালী হিসেবেও তিনি পূজিতা। শবি এখানে নমিষা।

৫০। জাফনা- যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জাফনার আর এক পরিচয়। সতীপীঠ রূপে। পৌরাণিক মত অনুযায়ী, প্রাচীন সিংহলে এই অঞ্চলে পড়েছেলি সতীর পায়ে মল। সতী এখানে ইন্দ্রাক্ষ্মী। শবি হলেন রক্ষশেশ্বর।

৫১। বরোটা- রাজস্থানের জয়পুরের কাছে বরোটা। সতী এখানে অম্বিকা। শবি হলেন অমৃত। পৌরাণিক বিশ্বাস মতে এখানে দেবীর পায়ে কিছু অংশ পড়েছেলি। এছাড়া, পূর্ব মদেনীপুরের কাছে তমলুকরে এই তীর্থক্ষেত্রে পড়েছেলি দেবীর বাঁ পায়ে গোড়ালি সতী এখানে ভীমরূপা। শবি হলেন সর্বানন্দ। জলপাইগুড়িতে তিস্তার তীরে শালবাড়ি গ্রামে পড়েছেলি সতীর বাঁ পায়ে পাতা। তিনি এখানে ভ্রামরী। যা ত্রিসিওরা নামে বিখ্যাত। শবি পূজিত হন ঈশ্বর রূপে।